ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 115-117
www.allresearchjournal.com
Received: 22-11-2020
Accepted: 24-12-2020

Subhas Modak
M.Phil, Research Scholr,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Subhas Modak
M.Phil, Research Scholr,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সমসাময়িক বাস্তবতা

Subhas Modak

১) সারাংশ

মানুষের জীবন বোধের সঙ্গে নৈতিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মানুষ প্রাণী জগতের সদস্য হলেও সে পশু নয়। তাই মানুষের সাধনা, মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। সেই সাধনার লক্ষ্য এমন কিছু বিশেষ গুণাবলী অর্জন যা মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিত বিচার করার শক্তি দেয় এবং মন্দ, অন্যায় ও অনুচিত কাজকে পরিহার করে নৈতিক আদর্শের অনুবর্তী করে তোলে। বর্তমানে বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলালে দেখতে পাওয়া যাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ ক্রমবর্ধমান হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমশ মানুষ হয়ে উঠছে অনৈতিক। আধ্যাত্মিকতার মত গুণাবলিকে মানুষ হারিয়ে ফেলছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মানুষের আকাশছোঁয়া লোভ, কামনা-বাসনা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ফলস্বরূপ পরিবার, সমাজ সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অশান্তি এবং সামান্য বিষয় থেকে যুদ্ধ ইত্যাদির মতো ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা। বর্তমানে মানুষ জীবনধারণের জন্য চাকরি মুখী উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা লাভ করছে, যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। হৃদয়ের সু-সংস্কার স্থাপনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার জাগরণ ঘটিয়ে আমাদের মধ্যে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই ভবিষ্যত সমাজ শান্তশিষ্ট পরিবারে পরিণত হতে পারবে।

২) ভূমিকা

আমাদের এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে সৃষ্টির সবচেয়ে উন্নত জীব মানুষ। মানুষ তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলে বর্তমানে নিজেই স্রষ্টা হয়ে উঠেছে। সেই আদিম যুগ থেকে সময়ের বিবর্তনে সাথে সাথে মানুষ তৈরি করেছে সমাজ, জাতি, দেশ। সময় যত এগিয়েছে মানুষের সামাজিক বন্ধনও তত দৃঢ় হয়েছে।

কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবলে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে আসে, সৃষ্টির ঠিক কোন উপাদান দ্বারা মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য জীবের থেকে পৃথক হয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থার পথে এগিয়ে এলো ! এই প্রসঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ কে অনুসরণ করে বলা যায় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে আত্মার অন্তঃস্থলে মান এবং হুশেঁর জাগরনই মানুষকে অন্যান্য জীবের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চরিত্র থেকে পৃথক করেছে। বিষয়টি ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আত্মার অন্তঃস্থলে মান এবং হুশেঁর জাগরনের ফলে মানুষের অন্তরাত্মায় সঞ্চারিত হয়েছে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ।

৩) নৈতিকতা ও মূল্যবো

এখন নৈতিকতার স্বরূপ অনুধাবন করার আগে জানতে হবে, নীতি কি ? সাধারণত এক কথায় বলতে গেলে সমাজে দীর্ঘকালীন বিবর্তনের ফলে সকলের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া জীবনচর্যার প্রাথমিক নিয়মাবলীই হল নীতি। আর যখন কোন সমাজের সকল মানুষ তিল তিল করে গড়ে ওঠা সেই সকল নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত ও শ্রদ্ধাশীল হয় কেবলমাত্র তখনই একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে সামাজিক নীতির এই সার্বিক উদ্ভাসকেই বলা হয় নৈতিকতা।

এরপর আসি মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় ? অনেকক্ষেত্রে নৈতিকতাকে বা নৈতিকবোধকে, মূল্যবোধের সাথে সমার্থক বলে মনে করি। কিন্তু বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাব নৈতিকবোধ এবং মূল্যবোধ এক বা

সমার্থক নয়। সমাজের বুকে তিল তিল করে গড়ে ওঠা নৈতিক আদর্শ পালনের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রে ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত যে বোধ তৈরি হয় তাকেই মূল্যবোধ বলে।

এইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাঁই করে নেয়া প্রত্যেক মহামানবই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। সুতরাং চরিত্রই মানুষের একমাত্র সম্পদ এবং গৌরব ও শ্রদ্ধালাভের কারণ। এই চরিত্র গঠন আবার সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও বিদ্যা শিক্ষার সুফল। কথিত আছে:------- "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম" অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অর্থাৎ আচরণের পরিবর্তন:- মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ ও বিনয়ের শিক্ষাদান করা । এই দুই বোধই মানুষকে পশুত্ব থেকে পৃথক করে।

মূল্যবোধ হলো রীতিনীতি ও আদর্শের মাপকাঠি; যা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। নীতি ভালো-মন্দের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়। সুতরাং ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয়ে যায়, তাহলে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের অনেক কিছুতেই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে দেখা যেত কেউ একজন অনৈতিক কাজে জড়িত থাকলে তাঁকে অনেকেই এড়িয়ে চলছেন। এমনকি যিনি অন্যায় বা অপরাধ করতেন, তিনি নিজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের এড়িয়ে চলতেন। অন্যদিকে গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ ভালো হওয়ার পরামর্শ দিতেন। বয়স্ক ব্যক্তি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, আইন কর্মকর্তাদের সবাই সম্মান করতেন।

কিন্তু ২০১৯ সালে এসে আমাদের খুঁজতে হয় সম্মান ও নীতির ব্যাপারটার আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি না। অথবা এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের ক্ষেত্র কোনটি। অধিকাংশ সচেতন নাগরিক মহল এ অবস্থাকে নৈতিক অবক্ষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অবক্ষয় ব্যাপারটা ক্যানসারের মতো। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না হলে পুরো সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে। যা আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখছি। সম্মানের সঙ্গে নীতির এবং নীতির সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতির একটা শক্তিশালী সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটি যত দুর্বল হয়, নৈতিক অবক্ষয় তত মজবুত হয়।

৪) নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

বর্তমানের আধুনিকতায় নৈতিকতার বিচ্যুতি আমাদের সমাজের সবক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিচ্যুতি নেই এমন স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষকতা, ছাত্র ও অভিভাবক দিয়েই শুরু করা যাক। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার প্রথম ধাপ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে।

একসময় পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নৈতিকতা, আদর্শ, আচার-আচরণ শেখানো হতো। এখন প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর যৌন হয়রানির ঘটনা। শিক্ষক যখন এ রকম কুকর্মে লিপ্ত থাকেন, সেই শিক্ষকের কাছ থেকে নৈতিকতা শেখার কোনো সুযোগ নেই। অভিভাবক যখন তাঁদের ছেলেমেয়েকে অনৈতিক পন্থায় পরীক্ষায় পাস বা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য সমর্থন করেন, তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিকতার কোনো বিকাশ হবে না, এটাই স্বাভাবিকযখন এ রকম পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়তে থাকে, শিক্ষাঙ্গনে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করা শ্রেণিকক্ষে তালা দেওয়া ইত্যাদির মতো ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা।

নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে অদক্ষ লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেমে নেই। পুরোদমে চলে সরকারের ও অন্যের অর্থ কীভাবে লোপাট করে নিজের করা যায় সেই ধান্দা। মানুষ এতটাই দিশেহারা হয়ে গেছে যে ঠিক-বেঠিকের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পায় না।আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনেও অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতার ছোঁয়া লেগেছে। অন্যের সফলতা আমাদের সহ্য হয় না। তাই তো সুযোগ পেলেই কাউকে বিপদে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করি না। কারও বিপদে সাহায্য করি না। দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি। সেলফি নিই, ভিডিও করি। অন্যের নামে কুৎসা রটানো, অপদস্থ করা, রাস্তাঘাট ও গণপরিবহনে নারীদের কটূক্তি করা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি, খুন—কোনোটিই বাদ পড়ছে না। রাস্তাঘাট, বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা, চিকিৎসা—এমন একটা খাত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে নৈতিকতা চরমভাবে বিপর্যস্ত নয়। কর্মকর্তা, কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা, আমজনতা কেউ বাদ নেই।

এসব দুর্নীতি ও অপকর্ম রোধ করা যাঁদের দায়িত্ব, সেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিজেই কতটা নৈতিক অবস্থানে আছে, বর্তমানে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং নীতিহীন এই কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিরোধ বা নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই বলে সমাজে কি ভালো মানুষ নেই? আছে। তবে দিন শেষে ভালো মানুষগুলোও এ ধরনের দুর্নীতির স্বীকার।

এর থেকে উত্তরণের কোনো উপায় কি নেই? প্রবাদে আছে, 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেব কোথা'; আমাদের অবস্থা এখন সে রকম হয়ে গেছে। ভালো কাজ হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। তবে বর্তমানে দুর্নীতির যে অবাধ বিচরণ ও অস্থিরতা, মনুষ্যত্বের বিপর্যয়ের যে উচ্চমাত্রা, তা এই অল্পসংখ্যক ভালো কাজ দিয়ে পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। শক্ত আইন প্রণয়ন ও কোনো রকম পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়নই পারবে উত্তরণের পথ দেখতে।এ তো গেল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুদ্ধি অভিযান।

ব্যক্তিজীবনেও আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। আইন করেই সবকিছু বন্ধ করা যাবে না। আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে, নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা থেকে নিজেকে সংবরণ করতে হবে। নীতিবিরুদ্ধ কাজের বিরোধিতা করতে হবে। নিজের কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে ।শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে উন্নত জাতি সৃষ্টি করা। যে জাতির প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সর্বোপরি মানবপ্রেম বিরাজ করবে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যে বসবাস করার প্রধান শর্ত হচ্ছে একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং একে অপরকে এই অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করা। তাইতো সমাজের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষার চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে করে একজন শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৫) সমসাময়িক বাস্তবতা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উত্তরন

যেভাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ আমরা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি সেইরূপ আধুনিক বাস্তবতার দিকে তাকালে আমাকে প্রায়ই বিস্মিত হতে হয় এবং প্রায়ই পৃথিবী, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে

সামঞ্জস্যের অভাব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত হতে হয়। এই চিন্তার ফলে আমার মনে এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে যে- বিজ্ঞান , টেকনোলজি এবং আধ্যাত্মিকতা- এই তিনের ঐক্য প্রয়োজন।

দিনের-পর-দিন বিজ্ঞান ও টেকনোলজি অনিয়ন্ত্রিতভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে তা কেউ জানে না। আজ আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে যেকোনো খাবার , দেখার বিষয় বা শোনার জিনিস অর্ডার করতে পারি এবং সেটা আমাদের দরজায় পৌঁছে যায় । কোন জিনিস কেনার জন্য দোকানে যেতে হয় না। সব রকম জিনিসের জন্য ওয়েবসাইট আছে। ইন্টারনেট জগতে এইরকম বিপ্লব নিয়ে এসেছে, যেটা ভালো কথা। এখন আমরা আঙ্গুলে ক্লিক করলে যেকোনো জিনিস কিনতে পারি, একটি জিনিস ছাড়া সেটা হলো - প্রেম।

আজ আমাদের এয়ারকন্ডিশন, বাড়ি, গাড়ি এবং অফিস আছে । কিন্তু অনেকে তাদের এয়ারকন্ডিশন ঘরেও ঘুমোতে পারে না। তার জন্য তাদের ঘুমের বড়ি খেতে হয় । কেউ কেউ আবার এয়ারকন্ডিশন বাড়িতে আত্মহত্যা করছে। এই সবের অর্থ কি ? তাই শুধুমাত্র বাইরের আরাম থেকে আমরা মনের শান্তি লাভ করতে পারি না। সেজন্য আমাদের মনকে এয়ারকন্ডিশন করে তুলতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা।

সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের একটি ছন্দ আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি প্রাণী এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ- এই সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যা এক বিশাল ইন্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্কের মত। তাই আমাদের সমস্ত কর্ম - ব্যক্তি হিসেবে করা হোক বা সমষ্টি ভাবে সমগ্র ক্রিয়াতে একটি স্পন্দনের সৃষ্টি করে। সুতরাং আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত নয়, আমরা সকলেই একই পরমাত্মার অংশ।

যখন মানুষ প্রকৃতি এবং অতিন্দ্রীয় শক্তির যুগ্মভাবে কর্ম করে তখন সামঞ্জস্য বজায় থাকে। কিন্তু বর্তমানে আমরা মানুষ এবং তার আবিষ্কারের দিকেই তাকিয়ে আছি। জীবনে মূল্যবোধের কোনো ভূমিকা নেই। মানুষ মনে করে এগুলোর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই এবং এইগুলো উটকো।

আমরা সকলেই অবগত যে দুই রকমের শিক্ষা রয়েছে যথা জীবনধারণের শিক্ষা এবং জীবনযাপনের শিক্ষা। বর্তমানে আমরা সকলেই জীবনধারণের শিক্ষায় , চাকুরি মুখী শিক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু আমাদের জীবন যাপনের শিক্ষার দরকার, যেখানে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে হৃদয়ের সু-সংস্কারের বিকাশ, যা দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধের উপর স্থাপিত।

আমাদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষ এবং প্রকৃতির স্থূল অস্তিত্ব হিসেবে ধরলে চলবে না । আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এক অদৃশ্য শক্তিকে যা সমস্ত প্রাণীকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। এই শক্তিকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করতে হবে। সমস্ত প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীব নানা আকার ও আকৃতির মুক্তোর মতো একসূত্রে গাঁথা। তাই আমাদের উচিত সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া, পরস্পরের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং সমবেদনা অনুভব করা।

ঈশ্বরের হাত, চোখ এবং কান আমাদের হতে হবে। আমাদের অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং সাহস ভগবানের নিকট থেকে আসতে হবে। তা হলে ভয়, সন্দেহ এবং পাপ কখনও আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদেরকে আধ্যাতিকতায় বিশ্বাস হয়ে এবং নিজেকে আধ্যাতিকতায় উন্নতি করে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের মত গুণাবলিকে উৎকৃষ্ট করতে হবে।

৬) উপসংহার

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে দাবি করা যায় যে আমরা দিন দিন যেভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কে হারিয়ে ফেলছি তাতে বর্তমান সমাজ অনেকটা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের মধ্যে পারস্পারিক প্রেম-ভালোবাসা, মমতা নেই বললেই চলে। আমাদের সকলকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে যেখানে এক সুন্দর সমাজ এই পৃথিবী কে উপহার দিতে পারব। সৌভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করতে হবে। মনকে শান্ত করতে হবে। বিষয়ের প্রতি উদাসীন থেকে আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বোপরি আমাদের জীবন-বৃক্ষ যেন প্রেমের মাটিতে প্রোথিত হয়। সৎকর্ম যেন হয় তার পাতা, মিষ্টি কথা তার ফুল,এবং শান্তি যেন হয় তার ফল। সমস্ত পৃথিবী যেন প্রেমপূর্ণ এক পরিবার হিসাবে গড়ে ওঠে। এমনি করে আমরা যেন শান্তি ও সন্তোষপূর্ণ এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারি।

৭) তথ্যসূত্র

1. আনন্দবাজার পত্রিকা, নবীন প্রজন্মের মূল্যবোধের অবক্ষয় এখন সর্বত্র, ব্যতিক্রম নয় উত্তরবঙ্গও, ২৪ আগস্ট, ২০১৯।
2. নৈতিকতা মূল্যবোধ ও অবক্ষয়, নয়া দিগন্ত, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
3. উজ্জ্বল দত্ত, নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সমসাময়িক বাস্তবতা, প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৯।
4. নৈতিকশিক্ষা ও মূল্যবোধ- My Academy- for education and research.